তারিখ 17 DEC 2008
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

যায়যায়দিন

ছাত্রদের সঙ্গে এলাকাবাসীর সংঘর্ষের জের

চুয়েট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা

চট্টগ্রাম অফিস

চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) ছাত্রদের সঙ্গে এলাকাবাসীর সংঘর্ষের জের ধরে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন গতকাল জরুরি সভা ডেকে এ সিদ্ধান্ত নেয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গতকাল দুপুর ২টার মধ্যে ছাত্রদের ও বিকাল ৪টার মধ্যে ছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়। তবে আগের ঘোষণা অনুযায়ী ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ভর্তি কার্যক্রম চালু থাকবে।

রবিবার সন্ধ্যায় ছাত্রদের সঙ্গে এলাকাবাসীর সংঘর্ষের পর থেকেই রাউজানে চুয়েট ক্যাম্পাস ও এর আশপাশের এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। গতকাল সকাল থেকেই পৃ ১৫ ›› ক ৪

চুয়েট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ক্যাম্পাস ও আশপাশের এলাকায় উত্তেজনা বেড়ে যায়। পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা ও ছাত্রছাত্রীদের হল ত্যাগের-নির্দেশ দেয় প্রশাসন। এতে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা প্রশাসনিক ভবনে ভাংচুর চালায়। শিক্ষক ও অন্য কর্মকর্তাদের ভেতরে আটকে রেখে ভবনের আসবাবপত্র, গ্লাস ও অন্যান্য জিনিসপত্র ভাংচুর করে।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র জানায়, রবিবার সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম-কাপ্তাই রোডের ব্রাহ্মণহাটে নির্মাণাধীন ব্রিজের উভয় দিকে যানজটের সৃষ্টি হয়। এ সময় চুয়েটের ছাত্র বহনকারী একটি বাস ক্যাম্পাস থেকে নগরীর দিকে আসছিল। বাসটি ব্রিজ অতিক্রম করার সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি সিএনজি অটোরিকশার কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এরপর ছাত্ররা বাস থেকে নেমে চালককে মারধর করলে অটোরিকশার যাত্রীদের সঙ্গে ছাত্রদের সংঘর্ষ বাধে। এ সময় স্থানীয়রা ছাত্রদের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে মারামারিতে অংশ নেয়। স্থানীয়রা ছাত্রদের একটি বাস ভাংচুর করে। এরপর ছাত্রদের অন্তত তিন ঘণ্টা অবরোধ করে রাখলে ওই সড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। হামলা ও পাল্টা হামলায় চুয়েটের অন্তত ১৫ ছাত্রসহ উভয়পক্ষের ২৫ জন আহত হয়। তাদের মধ্যে তড়িৎ কৌশল বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র রেজানুল আরেফিন ও পুরকৌশল বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র মুশফিকুর রহমান গুরুতর আহত হলে তাদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়। রেজানুলের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে ডাক্তাররা জানিয়েছেন। সোমবার রাতে তার মাথায় অপারেশন করার পর আইসিইউতে ৭২ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

এ ঘটনার জের ধরে সোমবার সারাদিন ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি ছিল থমথমে। রাতে চুয়েটের প্রধান গেটে অবরোধ করে ১০-১২টি গাড়ি ভাংচুর করে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা। এ সময় ওই সড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়। রাত ১০টায় যানজটের কবল থেকে রেহাই পেতে একটি মাইক্রোবাস পাহাড়তলী এলাকায় ব্যাক গিয়ার দিয়ে পেছনে যাওয়ার সময় চাপা পড়ে ঘটনাস্থলে এক ব্যক্তি নিহত হয়। এরপর গতকাল সকাল থেকে ক্যাম্পাস ও আশপাশের এলাকায় আরো উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

চুয়েটের জনসংযোগ কর্মকর্তা খলিলুর রহমান জানান, সকালে উপাচার্য প্রফেসর ড. শ্যামল কান্তি বিশ্বাসের সভাপতিত্বে সব শিক্ষকের সমন্বয়ে একটি জরুরি সভা ডাকা হয়। সভায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা ও হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়ার পরপরই বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা প্রশাসনিক ভবনে ভাংচুর চালায়। তারা শিক্ষক ও অন্য কর্মকর্তাদের ভেতরে আটকে রেখে ভবনের আসবাবপত্র, গ্লাস ও অন্য জিনিসপত্র ভাংচুর করে। বিকালের মধ্যে হল খালি হয়ে গেলে পরিস্থিতি শান্ত হয় বলে তিনি জানান।